সময় ও সংস্কার।

শ্রীনগেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়।

মূল্য ৵০ আনা।

সময় ও সংস্কার।

ইংরাজী শিক্ষা নব্য সম্প্রদায়ের চিন্তা-স্রোত নূতন পথে প্রবাহিত করিয়া দিয়াছে। চিরাগত কুসংস্কার তিরোহিত হইতেছে;—কি সামাজিক, কি ধর্ম্ম বিষয়ে, মতের পরিবর্ত্তন, ভাবের পরিবর্ত্তন উপস্থিত করিতেছে। পাশ্চাত্য আলোক সহ্য করিতে না পারিয়া তেত্রিশ কোটি দেবতা তাঁহাদের হৃদয় হইতে পলায়ন করিয়াছেন। কালাপাহাড় হিন্দু দেব দেবীর নাক কাণ কাটিয়া এবং অরঙ্গজীব কাশীর বিশ্বেশ্বরের উপর অন্যায় অত্যাচার করিয়া কি করিয়াছিলেন? প্রচলিত হিন্দু-ধর্ম্ম তাহাতে লেশ মাত্র বিচলিত হয় নাই। এখন অত্যাচার নাই, নাক্ কাণ কাটা যাইবার ভয় নাই, অথচ পশ্চিমের আলোক অসহ্য বোধ হওয়াতে দেব দেবীগণ আপনা আপনিই সরিয়া পড়িতেছেন। আমরা বলিলাম, কি সামাজিক, কি ধর্ম্ম সম্বন্ধীয়, উভয় বিষয়েই মত ও ভাব পরিবর্ত্তিত হইতেছে। "দিল্লি-শ্বরোবা জগদীশ্বরোবা"র দোর্দ্দণ্ড প্রতাপে যাহা সংঘটিত হয় নাই, হিন্দু সমাজের গভীর স্থানে পাশ্চাত্যজ্ঞান তাহা নিঃশব্দে তাড়িতের ন্যায় সম্পন্ন করিতেছে। এই প্রকার সামাজিক পরিবর্ত্তনের কথা পুরাবৃত্ত কিছু বলে কি? প্রায় সকল সভ্যদেশের পুরাবৃত্ত, এইরূপ পরিবর্ত্তনের বিবরণ ব্যক্ত

করিতেছে। সেন্টপল যখন রোম ও গ্রীসে ধর্ম্ম প্রচারার্থ গমন করেন, তাহার অনেক দিন পূর্ব্ব হইতে জ্ঞানোন্নতি প্রভাবে শিক্ষিত সম্প্রদায়ের হৃদয়ে চির-পূজিত দেব দেবীগণ আর স্থান পাইতেছিলেন না। থিওডোর পার্কার বলেন যে তত্রত্য শিক্ষিত পুরোহিতগণ কোন পৌত্তলিক অনুষ্ঠান করিবার সময় পরস্পরের মুখের প্রতি দৃষ্টিপাত করিতেন না, পাছে হাস্য সম্বরণে অক্ষম হইয়া মনের গূঢ় ভাব ব্যক্ত করিয়া ফেলেন! ভারতবর্ষের বৌদ্ধধর্ম্ম প্রচার সময়ে এই প্রকার পরিবর্ত্তন সংঘটিত হইয়াছিল।

পাশ্চাত্য জ্ঞানের আলোক সহ্য করিতে না পারিয়া প্রাচীন দেবদেবীগণ এখন নব্য সম্প্রদায়ের হৃদয় হইতে অন্তর্হিত হইতেছেন। তরুণবয়স্ক ছাত্র কালেজে অধ্যাপকের নিকট শিক্ষা করিলেন যে, বিশেষ পরিমাণ হাইড্রজেন নামক গ্যাস এবং বিশেষ পরিমাণ অক্সিজেন নামক গ্যাসের রাসায়নিক সংযোগে জল উৎপন্ন হয়। এই জ্ঞান লাভ করিবামাত্র বরুণদেব অন্তর্হিত হইলেন। বিশেষ পরিমাণে নাইট্রোজেন এবং বিশেষ পরিমাণ অক্সিজেন একত্র করিলে বায়ু উৎপন্ন হয়। ইহা শিক্ষা করিবামাত্র পবনদেব প্রস্থান করিলেন। ভূগোলের প্রথম পৃষ্ঠায় ছাত্র যখনই শিক্ষা করিল যে, পৃথিবী আপনাকে আবর্ত্তন করিতে করিতে সূর্য্যকে প্রদক্ষিণ করিতেছে, তখনই "সহস্রফণা বাসুকীর মস্তকে পৃথিবী" এই পৌরাণিক বিশ্বাস তাহার হৃদয় হইতে অপসারিত হইল।

এই পরিবর্ত্তনের ফলস্বরূপ সমাজ-সংস্কার সম্বন্ধে কয়েকটি বিষয়ের আয়োজন দৃষ্ট হইতেছে। চিরবৈধব্য, বাল্যবিবাহ,

বহুবিবাহ, জাতিভেদ বিনাশ সাধনের চেষ্টা হইতেছে। অতি অল্প লোকেই এই সকল চেষ্টায় কার্য্যতঃ যোগ দিয়াছেন। বাক্যে যোগ দেওয়া সহজ কথা। আত্মীয় স্বজনের নিকট শিষ্ট শান্ত বলিয়া পরিচিত হইব, দশ জনের মধ্যে একজন হইব, সুখে স্বচ্ছন্দে দিন কাটাইব, গাত্রে একটি আঁচড় লাগিবে না, এ প্রকার যাঁহাদের মনোগত ভাব, সংস্কারকার্য্যে যোগ দেওয়া তাঁহাদের কর্ম্ম নয়। স্বার্থ বিসর্জ্জন দিতে, হৃদয়ের শোণিত বিন্দু বিন্দু করিয়া অর্পণ করিতে যিনি প্রস্তুত নহেন, সংস্কার কার্য্যে যোগ দেওয়া তাঁহার বিড়ম্বনা মাত্র। কিন্তু নিজের ত্রুটী স্বীকার করিতে অল্প লোকেই পারেন। কেন তোমার বিধবা কন্যার বিবাহ দিতে যত্নশীল হও না, কেন তোমার পরিবারের মধ্য হইতে বাল্যবিবাহ মহাপাপকে চির-নির্ব্বাসিত করনা, কেন জাতিভেদের সুদৃঢ় নিগড় ভেদ করিয়া সামাজিক উন্নতির পথ প্রমুক্ত করিয়া দেওনা, এ প্রকার প্রশ্ন সকলের একই উত্তর,—"সময় আসে নাই।" আমরা বলি, যাহা কর্ত্তব্য তাহা করিতেই হইবে; সে বিষয়ে কোন ওজর চলে না। সময় আসিল কিনা, তাহার অনুসন্ধান করিবার প্রয়োজন নাই। নিজের সুবিধা, অসুবিধা, সুখ, দুঃখ গণনা করা, ভীরুর কার্য্য। এরূপ অঙ্ক কসিলে সমাজ-সংস্কার হয় না। বিবেক প্রদর্শিত সরল পথে চলিয়া যাও, যা হয় হোক। চরণে কণ্টক বিদ্ধ হইবার ভয়ে যে ব্যক্তি অগ্রসর হইতে সঙ্কুচিত হয়, সে কাপুরুষ। কিন্তু বুদ্ধিমান্ তার্কিক আমাদের এ সকল কথায় ভুলিবার লোক নহেন। সংসারে সকল কথারই তর্ক আছে; এমন অন্যায় কথা কিছু নাই, যাহা সমর্থন করিবার তর্ক নাই। সুতরাং

সমন্বয়বাদীরও তর্ক আছে। বর্ত্তমান সময়ের বিজ্ঞান দর্শনের সাহায্য লইয়া তিনি তাহার মত সমর্থন করেন। বর্ত্তমান সময়ের প্রধান প্রধান পণ্ডিতেরা বিবর্ত্তবাদ (Evolution) সমর্থন করিতেছেন। কি জড় জগৎ, কি প্রাণী জগৎ, সর্ব্বত্রই একটী হইতেই আর একটী ক্রমশঃ উৎপত্তি ও বিকাশ লাভ করিয়াছে ও চিরদিন করিবে। জন-সমাজ সে নিয়মের ব্যভিচার স্থল নহে। ক্রমবিকাশ অনুসারে সকলই উন্নতির পথে অগ্রসর হইতেছে। হঠাৎ কিছুই হয় না। সকলই সময় সাপেক্ষ। ক্রমবিকাশের নিয়মে বিশ্বাস করি। বীজ হইতে যেমন বৃক্ষ হয়, জগতে সেইরূপ সকলই ক্রমে ক্রমে বিকাশ পায়। কিন্তু তাহা বলিয়াই যে, হস্তপদ সঙ্কুচিত করিয়া বসিয়া থাকিতে হইবে, কদাচারে পাপাচারে দেশ ভাসিয়া গেলেও উদাসীন ভাবে বসিয়া তাম্রকূট সেবন করিতে হইবে, একথা আমরা স্বীকার করিতে পারি না। কুলীন কন্যার অশ্রুবারি, বাল-বিধবার দীর্ঘ নিশ্বাস কি হৃদয়বান্ ব্যক্তিকে স্থির থাকিতে দেয়? বিদ্যাসাগরের ন্যায় হৃদয়বান্ ব্যক্তি কখনও সময়ের দোহাই দিয়া নিশ্চিন্ত থাকিতে পারেন নাই।

কেবল আমরা হৃদয়ের কথাই বলিব না। সময়ের দোহাই দেওয়া যে নিতান্ত যুক্তিবিরুদ্ধ ও বিজ্ঞান বিরুদ্ধ, ইহাই প্রতিপন্ন করিব। এস্থলে দুটি কথা বিবেচনা করিতে হইবে। প্রথমতঃ, সকলই যদি ক্রমবিকাশের নিয়মানুসারে সংঘটিত হইতেছে, তাহা হইলে যে সত্য আমি জানিতে পারিলাম, তাহাও অবশ্য ক্রম-বিকাশের নিয়মানুসারে প্রকাশিত হইয়াছে। দ্বিতীয়, সময়ে উন্নতি হইতেছে, একথায় অর্থ কি? কার্য্যকারণসম্বন্ধে বিশ্ব-

সংসার বদ্ধ। লক্ষ প্রকার কারণে উন্নতি সংসাধিত হইতেছে। আমি নিজে কি সেই সকলের মধ্যে একটি কারণ নই? আমি কি জগৎ ছাড়া? আমার কার্য্য ও চেষ্টা কি ক্রমবিকাশের নিয়মের বহির্ভূত? ক্রমবিকাশের নিয়মে বিশ্বাস করিলে যেমন এক-দিকে ইহা স্বীকার করিতেই হইবে যে, যে সত্য আমি জানিলাম তাহা ক্রমবিকাশের নিয়মানুসারে উপযুক্ত সময়েই আসিয়াছে; সেই রূপ ইহাও স্বীকার করিতে হইবে, যখন সত্য উপ-যুক্ত সময়ে প্রকাশ পাইয়াছে, তখন সেই সত্য প্রচার করিবার ও তদনুসারে কার্য্য করিবার সময় অবশ্য আসিয়াছে।

যে সকল ইউরোপীয় পণ্ডিত বিবর্ত্তবাদ (Evolution) সমর্থন ও ব্যাখ্যা করিয়াছেন, তন্মধ্যে হার্বার্ট স্পেনসর একজন অতি প্রধান দার্শনিক। ইহাঁর তুল্য গভীর চিন্তাশীল সুপণ্ডিত ব্যক্তি বর্ত্তমান সময়ে বিরল। এই হার্বার্ট স্পেনসর এবিষয়ে কি বলিয়াছেন, জানা আবশ্যক। আশ্চর্য্যের বিষয় এই, আমাদের দেশের কতকগুলি অর্দ্ধশিক্ষিত লোক যে বিবর্ত্তবাদের দোহাই দিয়া একটি ভীরুতাপ্রসূত মতের পোষকতা করিতেছেন, সেই বিবর্ত্তবাদের প্রধান সমর্থনকারী, যাঁহার গ্রন্থ হইতে আমরা উক্ত বৈজ্ঞানিক মতের কথা শিখিতেছি, তিনি তাহার ঠিক বিপরীত মত প্রকাশ করিয়াছেন। স্পেনসর স্পষ্টাক্ষরে বলিয়াছেন যে, যখনই কোন সত্য জানিবে, অকুতোভয়ে তাহা ঘোষণা করিবে, ও তদনুসারে কার্য্য করিবে। সময় আসে নাই বলিয়া কখনও প্রতীক্ষা করিবে না। তুমি যে সত্য লাভ করিয়াছ, উহা তোমার সন্তান তুল্য; যদি তুমি ঐ সত্যকে অযত্নে নষ্ট হইতে দেও, তুমি সন্তানহত্যারূপ পাতকে পাতকী।

Whoever hesitates to utter that which he thinks the highest truth lest it should be too much in advance of the time, may reassure himself by looking at his acts from an impersonal point of view. Let him duly realize the fact that opinion is the agency through which character adapts external arrangements to itself, that his opinion rightly forms part of that agency, is a unit of force, constituting, with other such units, the general power which works out social changes and he will perceive that he may properly give full utterance to his innermost conviction, leaving it to produce what effect it may. It is not for nothing that he has in him these sympathies with some principles and repugnance to others. He with all his capacities and aspirations and beliefs, is not an accident, but a product of the time. He must remember that while he is a descendant of the past, he is a parent of the future; and that his thoughts are as children born to him, which he may not carelessly let die. He, like every other man, may properly consider himself as one of the myriad agencies through whom works the Unknown Cause, and when the Unknown Cause produces in him a certain belief he is thereby authorized to profess and

act out that belief. For, to render in their highest sense the words of the poet:—

——Nature is made better by no mean,
But nature makes that mean: over that art
Which you say adds to nature, is an art
That nature makes.

Not adventitious therefore will the wise man regard the faith which is in him. The highest truth he sees he will fearlessly utter; knowing that, let what may come of it, he is thus playing his right part in the world—knowing that if he can effect the change he aims at—well: if not—well also; though not so well. *First Principles, by Herbert Spencer, Third Edition, p. 123.*

সক্রেটিস্, ঈশা ও তাহার একাদশ শিষ্য ; সেণ্টপল, লুথার, পার্কার, বুদ্ধদেব, নানক, চৈতন্য, রামমোহন রায় প্রভৃতি মহাপুরুষগণ যখন আবির্ভূত হইয়াছিলেন, তখন কি সময় আসিয়াছিল ? সময় আসার অর্থ কি ? যখন সত্যপ্রচার করিলে, অথবা সত্যকে কার্য্যে পরিণত করিলে, লোকে সহজে গ্রহণ করে, কোন প্রকার অত্যাচার করে না, সমাজ হইতে দূরীভূত করিয়া দেয় না, তখনই যদি সময় আসিয়াছে বলিতে হয়, তাহা হইলে উক্ত মহাত্মাগণ যে সময় কার্য্যক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইয়াছিলেন, তখনকি সময় আসিয়াছিল ?

বিষপানে সক্রেটিসের প্রাণ গেল, ঈশা ক্রুশে হত হইলেন,

তাঁহার একাদশ শিষ্য উৎপীড়িত, লাঞ্ছিত, মৃত্যুমুখে নিক্ষিপ্ত হইলেন; সেণ্টপল সিংহমুখে প্রাণ হারাইলেন; লুথার অত্যাচারের উপর অত্যাচার সহ্য করিলেন, তাহার অনুচরগণের রক্তস্রোতে পৃথিবী কলঙ্কিত হইল। থিওডোর পার্কার বিশুদ্ধ একেশ্বরবাদ প্রচার করিতে গিয়া এবং দাসত্ব প্রথা উন্মূলন করিবার নিমিত্ত বিপক্ষদিগের বিদ্বেষানলে আত্মজীবন আহুতি দিবার জন্য সর্ব্বদা প্রস্তুত থাকিতেন।

ভারতবর্ষে দেখ, সত্যের জন্য কপিলবস্তুর রাজকুমার উৎপীড়িত, গুরু নানক সামান্য লোকের নিকট লাঞ্ছিত, নবদ্বীপের শচীনন্দন অবমানিত। পঞ্চাশৎ বর্ষ পূর্ব্বে যখন রামমোহন রায় সমাজ ও ধর্ম্মসংস্কারে প্রবৃত্ত হন, শান্ত প্রকৃতি বাঙ্গালীও তাঁহার প্রাণের প্রতি আঘাত করিবার প্রয়াসপাইয়াছিল। এই সকল মহাত্মাগণের আবির্ভাব সময়ে কি সময় আসিয়াছিল ?

সমাজ ও ধর্ম্ম সংস্কারকদিগের কথা ছাড়িয়া দেও। বৈজ্ঞানিকদিগের মধ্যে এস। গালিলিও যখন বলিলেন, "পৃথিবী ঘুরিতেছে," তখন কি সময় আসিয়াছিল ? জ্যোতির্ব্বিদ্যা সম্বন্ধীয় এই প্রয়োজনীয় সত্যের আবিষ্কার ও প্রচার জন্য তিনি কি পুরস্কার লাভ করিয়াছিলেন ? মৃত্তিকার নিম্নে অন্ধকারময় ভয়ঙ্কর কারাগৃহে রুদ্ধ হইতে হইয়াছিল। কলম্বস্ যখন বলিলেন, "আট্লাণ্টিক্ মহাসাগরের পরপারে দেশ আছে," তখন কি ঘটিয়াছিল ? ইউরোপের ধর্ম্মযাজক ও অন্যান্য প্রধান প্রধান ব্যক্তিগণ কি "নাস্তিক", "পাষণ্ড" প্রভৃতি মধুর বাক্য সকল তাহার প্রতি অজস্রধারে বর্ষণ করেন নাই ? দৃষ্টান্ত

কত দিব ? নূতন সত্যের আবিষ্কার ও প্রচারের অপরাধে অনেক প্রাতঃস্মরণীয় মহাত্মাকে যে তিরস্কৃত ও উৎপীড়িত হইতে হইয়াছিল, বিজ্ঞানের ইতিহাস সে প্রকার দৃষ্টান্তে পরিপূর্ণ। সেই জন্যই জিজ্ঞাসা করিতেছি, তাঁহাদের সময়ে কি সেই বৈজ্ঞানিক সত্য প্রচারের সময় আসিয়াছিল ?

যখন দেখিতেছি যে, এই সকল বৈজ্ঞানিকেরা এবং সমাজ ও ধর্ম্মসংস্কারকেরা জগৎকে উন্নতির পথে অগ্রসর করিয়া দিয়াছেন, তখন কেমন করিয়া বলিব যে, তখন তাঁহাদের অনুষ্ঠিত কার্য্যের উপযুক্ত সময় আসে নাই ? যদি গালিলিও কারাযন্ত্রণার ভয়ে সত্যকে গোপন করিতেন, যদি কলম্বস্ ধর্ম্মান্ধ ধর্ম্মযাজকদিগের ক্রুদ্ধ বচনে ভীত হইয়া আপনার সদুদ্দেশ্য পরিত্যাগ করিতেন, তাহা হইলে কি উন্নতিস্রোত বহুদিনের জন্য মন্দীভূত অবস্থায় থাকিত না ? খ্রীষ্ট ও তাঁহার একাদশ শিষ্য, সেণ্টপল ও লুথার, তাঁহাদের মতের প্রতি সাধারণ লোকের বিরুদ্ধভাব এবং তজ্জন্য তাঁহাদের উপর অত্যাচার দেখিয়া যদি সময় আসে নাই বলিয়া নিরস্ত হইতেন, তাহা হইলে কি অনেক দিনের জন্য জগতের উন্নতি স্থগিত থাকিত না ?

সময়বাদী বলিবেন যে, কার্য্যের সফলতা দেখিলে বুঝা যায়, যে সময় আসিয়াছিল। অর্থাৎ যখন দেখিতেছি যে, খ্রীষ্ট ও তাঁহার একাদশ শিষ্য, লুথার, বুদ্ধদেব নানক প্রভৃতি মহাত্মারা তাঁহাদের অনুষ্ঠিত সংস্কারকার্য্যে কৃতকার্য্য হইয়াছিলেন, তখন ইহা অবশ্যই বলিতে হইবে, যে তাঁহাদের কার্য্যের সময় আসিয়াছিল। এস্থলে জিজ্ঞাস্য এই যে, অনুষ্ঠিত কার্য্যে কৃতকার্য্য হইব কিনা, তাহা কি সকল স্থানে নিঃসন্দেহে বুঝা যায় ?

ইহা নিশ্চয়ই যে, অনেক স্থলেই বুঝা যায় না। যদি নিশ্চয় করিয়া বুঝিতে পারি যে, কৃতকার্য্য হইব, তবেই কার্য্যে হস্তক্ষেপ করিব, এরূপ ভাবে চলিলে সংসারে অনেক মহৎ কার্য্যের অনুষ্ঠান অসম্ভব হইয়া পড়ে। যে সকল মহাপুরুষেরা ধর্ম্ম ও সমাজ-সংস্কার দ্বারা জগতের অভূতপূর্ব্ব হিত সাধন করিয়া গিয়াছেন, তাঁহারা যদি ঐ প্রকার ভাবে চলিতেন, তাহা হইলে তাঁহারা কখনই তাঁহাদের অনুষ্ঠিত মহৎ কার্য্য সম্পন্ন করিয়া যাইতে পারিতেন না। নিশ্চয়ই কৃতকার্য্য হইব ইহা না জানিলে কোন কার্য্যে হস্তক্ষেপ করিব না, এবং সাঁতার না শিখিলে জলে নামিবনা, এই উভয়ই প্রায় সমান কথা। অঙ্ক কসিয়া ফলাফল গণনা করিয়া যে ব্যক্তি কোন গুরুতর কার্য্যে প্রবৃত্ত হইতে যায়, পাছে কোন অনিষ্ট ঘটে, পাছে গাত্রে একটি আঁচড় লাগে, যাহার মনে সর্ব্বদা এরূপ ভয়, সে প্রকার ভীরু কাপুরুষের দ্বারা জগতে কখন কোন গুরুতর মহদনুষ্ঠান সম্পন্ন হইতে পারে না।

Those who will be so full of foresight and so prudent as not to act till they are secure against failure, will surely have no chance of success. Such persons ought to be called timid and weak, not prudent: they will never commence any noble enterprise; nor must we regret that, for they would probably embarrass it by a perpetual suggestion of difficulties. Danger and loss cannot always be avoided; they must often be met and borne. No

great object has ever been won by those who make it essential to avoid them. The eleven disciples would not have founded Chistianity, if they had first taken in hand to ensure against the danger of future quarrelling among themselves—*Catholic Union, by Prof. F. W. Newman.*

তার্কিক মহাশয় বলিতে পারেন যে, উপযুক্ত সময় না আসিলে কোন সংস্কার কার্য্য সম্পন্ন হয়না ; পুরাবৃত্ত এবিষয়ে সাক্ষ্যদান করিতেছে ; লুথারের পূর্ব্বে অনেক ধর্ম্মসংস্কারক আবির্ভূত হইয়াছিলেন ; তাঁহারা কৃতকার্য্য হইতে পারিলেন না কেন ? সত্য কথা, লুথারের পূর্ব্বে অনেক ধর্ম্মসংস্কারকের অভ্যুদয় হইয়াছিল। ইতিহাস লেখকেরা বলিতেছেন যে লুথারের পূর্ব্বে দ্বাবিংশতি বার ইউরোপে ধর্ম্মসংস্কারের চেষ্টা হইয়াছিল। কিন্তু কে বলিল যে, সেই সকল সংস্কারকদিগের চেষ্টা বিফল হইয়াছিল ? যাঁহারা এমন কথা বলেন, তাঁহারা কখনই মনোযোগপূর্ব্বক ইতিহাস অধ্যয়ন করেন নাই। লুথারের পূর্ব্বে যে সকল সংস্কারক জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন, তাঁহারাই লুথারের পথ পরিস্কার করিয়া দিয়াছিলেন। অধ্যাপক নিউম্যান বলিয়াছেন পূর্ব্ব হইতেই ইউরোপের অবস্থা এপ্রকার প্রস্তুত হইয়াছিল যে, লুথার ধর্ম্মসংস্কার সম্বন্ধে উপলক্ষমাত্র হইয়াছিলেন। উইক্লিফ ও তাঁহার অনুচর ললার্ডগণ ইংলণ্ডের ধর্ম্মসংস্কার কার্য্যে কি কৃতকার্য্য হইয়াছিলেন ? হন নাই ও হইয়াছিলেন, উভয় কথা সত্য। হন নাই ; কেননা তাঁহাদের প্রচারিত সত্য তাঁহারা জনসমাজে আদৃত ও গৃহীত দেখিয়া পর-

লোকগত হইতে পারেন নাই। হইয়াছিলেন, কেননা তাঁহাদের চেষ্টাতে লোকের মন ক্রমশঃ এপ্রকার প্রস্তুত হইয়াছিল যে, যখনই লুথার আসিয়া একটি স্ফুলিঙ্গ নিক্ষেপ করিলেন, অমনি চারিদিকে ধূধূ করিয়া আগুণ জলিয়া উঠিল।

Wicliff warmly attacked the corruptions of the church by exposing the evil lives and evil teachings of the priests. His followers, called Lollards, were persecuted by many of the English kings, specially by Henry IV.; they undoubtedly prepared the people of England for the Reformation.

বিদেশ হইতে স্বদেশে আসা যাউক। সমগ্র ভারতের নহে, কেবলমাত্র বঙ্গভূমির—প্রাচীন কালের নহে, কেবল মাত্র বিগত পঞ্চাশৎ বর্ষের ইতিহাস আলোচনা করিয়া দেখিলে আমরা যাহা বলিতেছি, তাহার যাথার্থ্য সুস্পষ্ট প্রতিপন্ন হইবে। যখন রাজা রামমোহন রায় ব্রাহ্মসমাজ সংস্থাপন করিয়াছিলেন, যখন জলন্ত চিতানলে বিধবানারীর জীবন্ত দেহ ভস্মসাৎ করিবার বিরুদ্ধে তিনি বদ্ধপরিকর হইয়াছিলেন, যখন অপর সাধারণ স্বদেশীয় গণের কটুকাটব্য ও আত্মীয়দিগের অশ্রুজলের প্রতি ভ্রূক্ষেপ না করিয়া তিনি সাগরপারে রাজদেশে যাত্রা করিয়াছিলেন, তখন কি ঐ সকল কার্য্যের উপযুক্ত সময় আসিয়াছিল? যখন কলিকাতা নগরে পাশ্চাত্য চিকিৎসাবিদ্যা শিক্ষা দিবার জন্য কালেজ প্রতিষ্ঠিত হইল, যখন বীরহৃদয় মধুসূদন গুপ্ত শারীরবিজ্ঞান আলোচনার নিমিত্ত কুসংস্কারের মস্তকে পদাঘাত করিয়া স্বহস্তে শবচ্ছেদ পূর্ব্বক হিন্দু সমাজে উৎপীড়িত হইলেন,

তখন কি সময় আসিয়াছিল ? যখন বালিকাদিগের বিদ্যাশিক্ষার জন্য প্রাতঃস্মরণীয় বেথুন সাহেব বিদ্যালয় সংস্থাপন করিলেন, যখন মদনমোহন তর্কালঙ্কার ও হরদেব চট্টোপাধ্যায় কুসংস্কারান্ধ স্বদেশীয়গণের তিরস্কার ও বিদ্রূপ অগ্রাহ্য করিয়া তথায় আপনাদের দুহিতাগণকে প্রেরণ করিলেন, তখন কি সময় আসিয়াছিল ? যখন ভক্তিভাজন বিদ্যাসাগর মহাশয় বালবিধবার অশ্রুবারি নিবারণ উদ্দেশ্যে সকল প্রকার নিন্দা ও কটূক্তি মস্তকে বহন করিতে প্রবৃত্ত হইলেন, তখন কি সময় আসিয়াছিল ?

এখন কোন ব্যক্তি উপবীত পরিত্যাগ করিলে যেমন তাহাকে সমাজচ্যুত হইতে হয়, রামমোহন রায়ের সময়ে সেইরূপ ব্রাহ্মসমাজে উপস্থিত হওয়ার জন্য কোন কোন ব্যক্তি পৌত্তলিক সমাজ হইতে বিদূরীত হইয়াছিলেন। রামমোহন রায়ের জীবনী অধ্যয়ন করিলে দেখা যায় যে, সতীদাহ রহিত হওয়ার পরেই তাঁহাকে সম্পূর্ণরূপে সমাজচ্যুত হইতে হইয়াছিল। প্রকাশ্যরূপে বিলাত গমন করিয়া পৌত্তলিক সমাজে কেহ স্থান প্রাপ্ত হইয়াছেন, এরূপ ঘটনা প্রায় এখনও সংঘটিত হয় না; তথাচ বিলাতগামীর সংখ্যা দিন দিন বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইতেছে। পঞ্চাশৎ বর্ষ পূর্ব্বে যখন বঙ্গভূমির সর্ব্বত্র প্রচারিত হইল যে, একজন সদ্বংশজাত ব্রাহ্মণ-সন্তান গোখাদক ম্লেচ্ছদিগের দেশে গমন করিবে, তখন লোকের ঘৃণা, বিদ্বেষ ও আশ্চর্য্য ভাবের ইয়ত্তা ছিল না।

যে কার্য্য করিলে সমাজে থাকা যায়, তাহারই সময় আসিয়াছে, এবং যাহা করিলে সমাজ হইতে তাড়িত হইতে

হয়, তাহার সময় আসে নাই ; এরূপ হইলে আমরা উপরে যে কয়েকটী কার্য্যের উল্লেখ করিলাম, তাহার প্রথম অনুষ্ঠানসময়ে নিশ্চয় সময় আসে নাই। ব্রাহ্মসমাজপ্রতিষ্ঠা, সতীদাহনিবারণ, বিলাতযাত্রা, মেডিকেল কালেজে শবচ্ছেদ, বালিকাবিদ্যালয়ে কন্যাপ্রেরণ, ইহার কোন কার্য্যেরই সময় আসে নাই। কেননা, যাঁহারা এই সকল সুমহৎ কার্য্যের অনুষ্ঠান করিয়াছেন, কুসংস্কারান্ধ হিন্দুসমাজ তাঁহাদিগকে আপনার বক্ষ হইতে নিষ্কাসিত করিয়া দিয়াছে।

তবে কি যথার্থই তখন সময় আসে নাই ? কেমন করিয়া বলিব। যখন দেখিতেছি যে লোকে রামমোহন রায়, মধুসূদন গুপ্ত প্রভৃতি উন্নতমনা ব্যক্তিগণের প্রদর্শিত দৃষ্টান্তের অনুসরণ করিতেছে, তখন কেমন করিয়া বলিব যে তখন সময় আসে নাই ? সময়ের হাত পা নাই। রামমোহন রায় প্রভৃতি মহামনা ব্যক্তিগণ সময়ের কেশাকর্ষণ করিয়া আনিয়াছিলেন, তাই সময় আসিয়াছিল। বহমান নদীর সকল জল চলিয়া গেলে, নদী শুকাইলে, পার হইব, আর সময় আসিলে কাজ করিব, এ দুইই এক কথা।

সমাজ যাহার বিরোধী এমন কাজ করিও না, এই উপদেশ মতে চলিতে হইলে, কেবল ধর্ম্ম সম্বন্ধে নয়, সমাজ সংস্কারের মূলে কুঠারাঘাত করা হয়। আমি বুঝিলাম যে বাল্যবিবাহ অত্যন্ত অনিষ্টকর প্রথা। স্থির করিলাম, উপযুক্ত বয়সে আমার কন্যাটির বিবাহ দিব। কিন্তু "অষ্টবর্ষে ভবেদ্গৌরী" ইত্যাদি শ্লোক উচ্চারণ পূর্ব্বক ভট্টাচার্য্য মহাশয় আমার উপরে ঘোরতর উৎপীড়ন আরম্ভ করিলেন ; যাহা উচিত ভাবিয়াছি

তদনুসারে চলিতে হইলে আমার পক্ষে সমাজে স্থান পাওয়া দুষ্কর। বুঝিলাম, চির-বৈধব্য প্রথা সমূলোৎপাটিত হওয়া নিতান্ত আবশ্যক। ভাবিলাম, আমার বিধবা কন্যাটিকে পাত্রস্থ করিয়া সুখী করিব। কিন্তু ভাবিলে কি হইবে, সমাজ খড়্গহস্ত। আমি যাহা উচিত মনে করিয়াছি, যে দিন তাহা কার্য্যে পরিণত করিব, সেই দিন হইতে হিন্দুসমাজের চতুঃসীমার মধ্যে স্থান পাইবার অধিকার থাকিবে না।

সুরাপায়ী হও, ব্যভিচারী হও, পরস্বাপহারী প্রতারক হও, সমাজে তোমার স্থান আছে। কিন্তু যদি তুমি তোমার সুকোমলা নির্দ্দোষী কন্যাটিকে সৎপাত্রে সমর্পণ কর, তুমি ঘোর পাষণ্ড নারকী, তোমার ছায়াস্পর্শ করিলেও পাপ আছে। তোমার কন্যা অসৎ পথ অবলম্বন করে, করুক; ভ্রূণহত্যারূপ মহাপাতকে পৃথিবী কলঙ্কিত হয়, হউক। *গোপন! গোপন!! গোপন!!!* তথাচ তাহার বিবাহ দিবার তোমার অধিকার নাই। সময়বাদীদিগের মতে চলিতে হইলে, কেবল সামাজিক উন্নতি নহে, রাজনৈতিক উন্নতি পর্য্যন্ত বন্ধ হইয়া যায়। তোমার পুত্রকে সিবিল সার্ব্বিস্ পরীক্ষা দিবার জন্য ইংলণ্ডে পাঠাইবে; সে যখন পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া দেশে ফিরিয়া আসিবে, সমাজ কি তাহাকে আপনার বক্ষে স্থান দান করিবেন? আমরা গোলামের জাতি, চাকুরীগত প্রাণ। বাণিজ্য ব্যবসায়ের উন্নতি ব্যতীত আমাদের স্বাধীনবৃত্তি ও ধনাগমের উপায়ান্তর নাই। কিন্তু সমুদ্রযাত্রা ব্যতীত বাণিজ্যের প্রকৃত উন্নতি অসম্ভব। যদি তুমি জাহাজে করিয়া বিদেশ গমন কর, তাহা হইলে সমাজ কি কখন তোমাকে আপনার বক্ষে স্থান দিবেন?

একজন গুজরাটি বণিক তুলার বাণিজ্য করেন। আমাদের জনৈক বন্ধু তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন যে, পৃথিবীর কোন্ কোন্ দেশের বণিকেরা তাঁহার তুলা লইয়া যায়। তিনি ভিন্ন ভিন্ন দেশের নাম করিলে পর আমাদের বন্ধু তাঁহাকে বলিলেন যে যদি তিনি নিজে জাহাজ করিয়া পৃথিবীর নানা দেশে গমন করেন তাহা হইলে কি হয়? বণিক উত্তর করিলেন যে তাহা হইলে তাঁহার আয় দ্বিগুণ হইয়া যায়। বন্ধু জিজ্ঞাসা করিলেন যে তবে তিনি কেন নিজে বাণিজ্যার্থ জাহাজ করিয়া বিভিন্ন দেশে গমন করেন না? বণিক বলিলেন, তাহা হইলে আমার জাত যাইবে, আমাকে সমাজচ্যুত হইতে হইবে।"

যাহাতে সমাজচ্যুত হইতে হয়, এমন কোন কার্য্যের সময় আসে নাই। সুতরাং সিবিল সার্ব্বিস, বা মেডিকেল সার্ব্বিস, বা বাণিজ্যের উন্নতি, জন্য বিলাত যাইবার অবশ্য সময় আসে নাই।

আজ যদি পার্লেমেণ্ট মহাসভা ভারতবর্ষ হইতে প্রতিনিধি গ্রহণ করিতে প্রস্তুত হ'ন, কোন্ হিন্দু বিলাত যাইবেন? সময়বাদী তখন কি বলিবেন না যে, হিন্দু প্রতিনিধির কাজ নাই; বিলাত যাইবার এখনও সময় আসে নাই? লালমোহন বাবু ইংলণ্ডে গিয়া ভারতের মঙ্গলের জন্য অনেক পরিশ্রম করিলেন; তত্রত্য রাজপুরুষদিগের নিকট এবং ইংলণ্ডের জনসাধারণের নিকট আমাদের কতগুলি দুঃখের কথা জানাইলেন; তাঁহার বাগ্মীতা প্রকাশ পাইলে চতুর্দ্দিকে বাহবা পড়িয়া গেল। বেশ কথা; কিন্তু জিজ্ঞাসা করি, লালমোহন বাবু, যে হিন্দু জাতির

উপকার করিলেন, ইংলণ্ডের ভূমিতে তিনি যাহাদের মুখোজ্জ্বল করিলেন, তাহারা তাঁহার সঙ্গে আহার ব্যবহার আদান প্রদান করিতে কি প্রস্তুত? সময়বাদী এস্থলে কি বলিবেন? লাল-মোহন বাবুর বিলাত যাওয়া ভাল হয় নাই! একথা বলিতে হইবে। কেননা বিলাতে গমন করিলে সমাজে থাকা যায় না।

এখন দেখ, সময়ের অপেক্ষা করিলে কেবল ধর্ম্ম সম্বন্ধে নয়, সামাজিক উন্নতির সর্ব্বনাশ হয়; কেবল সামাজিক উন্নতি নয়, রাজনৈতিক উন্নতির স্রোত বন্ধ হইয়া যায়।

হিন্দু সমাজের পঞ্চাশৎ বৎসরের ইতিহাস আলোচনা করিলে একটী বিষয় স্পষ্ট দেখা যায় যে, কতকগুলি কার্য্য আছে, যাহা করিলে পূর্ব্বে লোক সমাজচ্যুত হইত, কিন্তু এক্ষণে আর তজ্জন্য কিছুমাত্র উৎপীড়ন সহ্য করিতে হয় না। আর আমরা পূর্ব্বেই বলিয়াছি যে, এমন এক সময় ছিল, যখন ব্রাহ্ম-সমাজে উপস্থিতি, বালিকা বিদ্যালয়ে কন্যা প্রেরণ, মেডিকেল কলেজে শবচ্ছেদ জন্য লোকে উৎপীড়িত হইয়াছিল। মেডিকেল কলেজের থিয়েটর গৃহে গমন করিলে, পাঠক সেখানে একজন বাঙ্গালীর প্রতিমূর্ত্তি দেখিতে পাইবেন। উহা মধুসূদন গুপ্তের প্রতিরূপ; তাঁহার সৎসাহসের সম্মানচিহ্ন। এমন এক সময় ছিল, এখনও বঙ্গদেশের কোন কোন স্থানে আছে, যখন পলাণ্ডু ভোজন করিলে সমাজচ্যুত হইতে হইত। এখন তদপেক্ষা অনেক গুরুতর সামগ্রী গলাধঃকরণ করিয়াও অনেকে মহা সমাদরে সমাজের বক্ষে স্থান প্রাপ্ত হইতেছেন। সুপ্রিমকোর্টে সাক্ষ্য দিবার সময়, গঙ্গাজল স্পর্শ করিতে অনুমতি করিলে

যথন বাবু রসিককৃষ্ণ মল্লিক বলিয়াছিলেন, "আমি গঙ্গা মানি না", তখন সেই কথায় কলিকাতায় হুলস্থূল পড়িয়া গিয়াছিল। এখন সে দিন কোথায়?

ইহাতে একটি কথা বুঝা যায়। এখন যে সকল কার্য্যের জন্য সমাজচ্যুত হইতে হয়, এমন সময় নিশ্চয়ই আসিবে, যখন সেই সকল কার্য্যের অনুষ্ঠান করিয়া লোকে অনায়াসে সমাজে বাস করিতে পারিবে। নিঃসন্দিগ্ধ চিত্তে এই ভবিষ্যৎ বাণী বলিতে পারা যায় যে, এমন সময় আসিতেছে যখন উপবীত ত্যাগ, বিলাত গমন, বিধবাবিবাহ প্রভৃতি কার্য্য করিলে কেহ সমাজ হইতে তাড়িত হইবেন না। এখন যাঁহারা এই সকল কার্য্যের অনুষ্ঠান জন্য কষ্ট ভোগ করিতেছেন, তাঁহারা ভাবী বংশীয়দিগের পথ পরিষ্কার করিয়া দিতেছেন। একজন ইংরেজী লেখক যথার্থই বলিয়াছেন যে, পূর্ব্বতন সংস্কারকগণ আপনাদের শরীরের শোণিত দিয়া যে পথ পরিষ্কার করিয়া গিয়াছেন, আমরা এক্ষণে সে পথে সুখে সঞ্চরণ করিতেছি।

কিন্তু যথার্থই কি এরূপ কোন কার্য্য নাই, যাহার জন্য উপযুক্ত সময়ের প্রতীক্ষা করা উচিত? কর্ত্তব্য দুই প্রকার। জাতিগত ও ব্যক্তিগত। লোক সংখ্যার আধিক্য বা অপর কোন কারণে যদি তোমার বোধ হয় যে, বিদেশে উপনিবেশ সংস্থাপন করা আবশ্যক, তাহা হইলে তুমি কিছু একাকী করিতে পার না; প্রতীক্ষা করিতে হইবে। কিন্তু তাহা বলিয়াই যে, তুমি হস্ত পদ সঙ্কুচিত করিয়া বসিয়া থাকিবে, এমন নহে। যাহাতে বহুসংখ্যক লোকের মন তজ্জন্য প্রস্তুত হয়, তদ্বিষয়ে বিধিমত চেষ্টা করিতে হইবে। জোসেফ ম্যাট্‌সিনি

মনে করিলেন, তাঁহার ইতালিকে স্বাধীন করিবেন; কিন্তু তাঁহার একের ইচ্ছায় জাতীয় স্বাধীনতা লাভ করা কথনই সম্ভব নহে। তিনি সে জন্য নানা প্রকার উপায় অবলম্বন পূর্ব্বক স্বজাতীয়দিগের মন তজ্জন্য প্রস্তুত করিলেন; এবং প্রস্তুত করিতে পারিলেন বলিয়াই মাতৃভূমি অষ্ট্রীয়ানদিগের কঠোর শৃঙ্খল হইতে মুক্ত করিতে সক্ষম হইলেন।

কিন্তু যাহা ব্যক্তিগত কর্ত্তব্য, তাহা আমাকেই করিতে হইবে। আমিই তজ্জন্য একাকী দায়ী। আমার বিবেক তাহা আমাকে করিতে বলিতেছে; সমাজের সন্তোষ বা অসন্তোষের প্রতি ভ্রূক্ষেপ না করিয়া আমাকে উহা সংসাধন করিতে হইবে।

আমার সন্তানের প্রতি আমার ব্যক্তিগত কর্ত্তব্য। জনসমাজ যদি আমাকে বলে যে তোমার সন্তানকে সমুদ্রের জলে ফেলিয়া দেও, নতুবা তোমাকে পরিত্যাগ করিব; আমি কি সে কথা শুনিতে বাধ্য? যখন গঙ্গাসাগরে শিশু নিক্ষেপ প্রথা প্রচলিত ছিল, তখন যদি কোন গ্রামের লোক জনৈক গ্রামবাসীর প্রতি উক্ত প্রকার আদেশ করিত, তাহা হইলে সে ব্যক্তি কি উহা শুনিতে ধর্ম্মতঃ বাধ্য ছিল? কোন কোন অসভ্য দেশে এই প্রকার প্রথা আছে যে, যে ব্যক্তি যত বিদেশীয় লোককে হত্যা করিয়া তাহাদের মস্তক সংগ্রহ করিতে পারে, তাহার তত সম্মান। তাহাদের মধ্যে যদি কোন লোক বুঝিতে পারে যে, এ প্রকার নরহত্যা পাপ, সে কি তাহা বুঝিয়াও, কেবল সামাজিক প্রথার অনুরোধে ঐ ভয়ঙ্কর কার্য্য করিবে? আমার কন্যার প্রতি আমার ব্যক্তিগত কর্ত্তব্য—সে যদি অল্প বয়সে বৈধব্য অবস্থা প্রাপ্ত হয় আর আমি যদি বুঝিতে পারি যে, তাহাকে

সৎপাত্রে সমর্পণ করিলে সে সুখী হইবে, তবে সে কার্য্য সম্পন্ন করা আমার ব্যক্তিগত কর্ত্তব্য। এস্থলে আমি আমার কর্ত্তব্য জ্ঞানেরই অনুসরণ করিব; বিরোধীসমাজের খাতিরে আমার কন্যাকে আমি চিরদুঃখিনী করিতে পারি না। যদি করি, নিশ্চয়ই আমি তজ্জন্য প্রত্যবায়ভাগী।

অনেকে এরূপ ভাবে কথা বলেন, "আমি সামান্য ব্যক্তি, আমার দ্বারা কি হইতে পারে? সমাজসংস্কার কি আমার মত লোকের কাজ? দশজনে যে পথে চলিতেছে, আমাকেও বাধ্য হইয়া সেই পথে চলিতে হয়।"

ইহার তুল্য অসার কথা আর কিছুই নাই। আমি বড় হই আর ছোট হই, আমার কর্ত্তব্য আমাকেই করিতে হইবে। কর্ত্তব্য সাধন করিতে গিয়া যদি সহস্র প্রকার দুঃখ যন্ত্রণা আসিয়া উপস্থিত হয়, তাহা অম্লান বদনে মস্তকে বহন করিতে হইবে। বড় বা ছোট—প্রত্যেক মনুষ্য আপনার কর্ত্তব্যের জন্য আপনার বিবেকের নিকট দায়ী। আমি সমাজ সংস্কারকের উচ্চ আসন প্রাপ্ত হইবার উপযুক্ত না হইতে পারি, কিন্তু তাই বলিয়া আমার বিধবা দুহিতাটিকে চির বৈধব্যানলে দগ্ধ হইতে দেওয়া উচিত নহে। উহা আমার ব্যক্তিগত কর্ত্তব্য।

এ ব্রহ্মাণ্ডে বড় আর ছোট কি? ঐ যে দূর্ব্বাদলের উপর ক্ষুদ্র জল বিন্দুটি রহিয়াছে, উহাকে বল দেখি তোমার এসংসারে থাকিবার প্রয়োজন কি? যে পৃথিবীতে কত প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড সমুদ্র রহিয়াছে, কত নদী, হ্রদ, সরোবর, কূপ রহিয়াছে, সেখানে তোমার থাকিবার প্রয়োজন কি? জলবিন্দু উত্তর করিবে, "সাগর, হ্রদ, তড়াগ, তাহাদের কর্ম্ম করুক, আমি আমার কাজ

করি, ছোট হইলাম তাহাতে কি ? প্রকৃতি আমাকে যে কার্য্যে নিযুক্ত করিয়াছে তাহা সুচারুরূপে সম্পন্ন করিতেই হইবে ?”

এই যে ক্ষুদ্র বালুকা কণাটি সূর্য্য কিরণে চিক্ চিক্ করিতেছে, ইহ সংসারে উহারও কাজ করিবার আছে। তোমার আমার কাজ নাই ? বড় হই আর ছোট হই, আমার বিবেক-নির্দ্দিষ্ট কার্য্য আমি অবশ্যই করিব। ছোট আর বড় কি ? অনন্তের রাজ্যে সকলেই বালুকণা ; চন্দ্র সূর্য্য বালুকণা। ছোট বড় লোক সকলেই বালুকণা। যে যাহা হউক, ফলাফলের প্রতি দৃষ্টি না করিয়া প্রত্যেকে আপনার কাজ করুক। সিংহাসনে বসিয়া রাজত্ব করা, অথবা রাস্তায় বসিয়া প্রস্তরখণ্ড চূর্ণ করা, যাহাই কেন করিতে হউক না, আপনার কাজ ভাল করিয়া কর। কে কি বলিবে, ভাবিও না, সুখ কি দুঃখ হইবে, দেখিও না, বিবেকের আদেশ প্রাণপণে পালন কর। “সময় আসে নাই” এই বৃথা ওজর ছাড়িয়া দিয়া জীবনের সুমহৎ কর্ত্তব্য সকল সম্পাদন কর।

কলিকাতা, পটলডাঙ্গা, ৪ নং কলেজ স্কোয়ার সাম্য যন্ত্রে
শ্রীনিবারণচন্দ্র ঘোষ দ্বারা মুদ্রিত ও প্রকাশিত।